৪২

দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... AUG 27 2006 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭ .....

বসরকারি শিক্ষকদের চল্লিশ কোটি টাকার কী হবে?

রকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতনভাতা থেকে তাদের কল্যাণ ট্রাস্ট বাবদ ২% এবং অবসরভাতা বাব
% (মোট ৮%) কেটে রাখা হয়। জুলাই ০৬-এর এমপিও (Monthly pay Order)-তে উল্লিখিত কর্তন সংক্রা
টি অনিয়ম ধরা পড়ে। জুলাই ০৬ এবং এপ্রিল ০৬-এর এমপিওতে প্রদত্ত বেতনভাতার ব্যবধান থেকে দেখা যা
াই ০৬-এর পূর্ববর্তী মাসগুলোতে শিক্ষকদের বেতনভাতা থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত অর্থ কেটে রা
য়ছে। নিয়ম মাফিক শিক্ষকদের মূল বেতনের ৯০% থেকে উল্লিখিত দু'টি খাতে ৮% কর্তন করার কথা। নিয়ম
াই ০৬-এর এমপিওতে সঠিকভাবে পালিত হয়েছে। কিন্তু তার পূর্ববর্তী মাসগুলোতে শিক্ষক যে নামমাত্র বাড়িভা
০/-), চিকিৎসাভাতা (১৫০/-), পুরাতন একটি ইনক্রিমেন্ট পেয়ে থাকেন, তা থেকেও ৮% কর্তন করা হয়েছে। দু
পিও'র পার্থক্য থেকে দেখা যায় যে শিক্ষক প্রতি সর্বোচ্চ ৩৪/- টাকা ও সর্বনিম্ন ২২/৮০ টাকা (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
তিরিক্ত কাটা হয়েছে। গড়ে ৩০/- টাকা ধরলে সারা দেশের প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ শিক্ষক-কর্মচারীর বেতনভাতা থে
৮ মাসে অতিরিক্ত এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা নিয়ম বহির্ভূত উপায়ে কর্তন করা হয়েছে। জাতীয় বেতন স্কেল প্রাপ্তি
য়কালকে ভিত্তি ধরলে জুন ০৬ পর্যন্ত ২৪ মাসে কর্তিত এ অর্থের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় চল্লিশ কোটি টা
নচল্লিশ কোটি ষাট লক্ষ টাকা)। কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসরভাতা বাবদ কর্তনপূর্বক আগের ও বর্তমানের মোট প্রাপ্ত বেত
ং শিক্ষক প্রতি অতিরিক্ত বর্তমানের পরিমাণ নিচের নমুনা ছকে দেখানো হলো—

প্রতিষ্ঠানের ধরন	পদবি	বেতন স্কেল	বেতন কোড	শুরু থেকে এপ্রিল ০৬ পর্যন্ত প্রতি মাসে কর্তন	জুলাই ০৬ এ কর্তন	অতিরিক্ত কর্তন
াবিদ্যালয় ও সমপর্যায়ের ক্ষাপ্রতিষ্ঠান	অধ্যক্ষ	১৫,০০০/-	০৪	১১১৪/-	১০৮০/-	৩৪/-
	উপাধ্যক্ষ/অধ্যক্ষ স্কুল অ্যান্ড কলেজ	১৩,৭৫০/-	০৫	১০২৪/-	৯৯০/-	৩৪/-
	প্রভাষক	৭,৪০০/-	০৮	৫৬৪/-	৫৩২/৮০	৩১/২০
ধ্যমিক বিদ্যালয় ও পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	প্রধানশিক্ষক	৯,০০০/-	০৭	৬৮০/-	৬৪৮/-	৩২/-
	সঃপ্রধানশিক্ষক	৬,৮০০/-	০৯	৫১৯/৬০	৪৮৯/৬০	৩০/-
	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	২,৫০০/-	২০	১৯৫/৬০	১৭২/৮০	২২/৮০

তথ্য সূত্র: মাউশি এমপিও এপ্রিল ০৬ খ্রি. ও জুলাই ০৬ খ্রি.

হতে পারে অতিরিক্ত কর্তনের বিষয়টি অনিচ্ছাকৃত একটি দাপ্তরিক হিসাব সংক্রান্ত ভুল। কিন্তু প্রশ্ন হলো অতিরি
র্তিত এ চল্লিশ কোটি টাকা এখন কোথায় আছে? কী অবস্থায় আছে? অবহেলিত শিক্ষকদের কষ্টার্জিত এ চল্লিশ কো
া কি যথানিয়মে স্ব স্ব ফান্ডে জমা রয়েছে বা জমা হবে? এ টাকা যেন শিক্ষকদের কল্যাণে বিধি মোতাবেক ঐ দু'
বিলেই জমা থাকে, সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

হেলাল উদ্দি
শিক্ষক শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় টঙ্গী গাজীপর